লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে

শিশির-প্রবোধের সম্মুখ সমরের ক্ষেত্র প্রস্তুত

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, কাঁথি:পূর্ব মেদিনীপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে একসময় রাজ্যের বাম সরকারের মৎস্য দফতর সামলানো সমাজবাদী নেতা কিরন্ময় নন্দের দেখানো পথ ধরেই রাজনীতিতে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু করলেন এই জেলা থেকে বাম সরকারের আমলে মন্ত্রিত্ব সামলানো অপর এক সমাজবাদী নেতা প্রাক্তন অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সিন্হা। রবিবার প্রবোধবাবুর দল ডেমোক্র্যাটিক সোসালিস্ট পার্টি বা ডিএসপি আনুষ্ঠানিকভাবে বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আসন্ন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জেলার প্রবীণ সর্বজন শ্রদ্ধেয় দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাঁথি লোকসভা আসনে সম্মুখ সমরে নামার সম্ভাবনাও তৈরি করে দিয়ে গেল। আগামী ১৩ তারিখ ডিএসপি'র রাজ্য কনভেনশন এগরায় অনুষ্ঠিত হবে। আর সেই কনভেনশন থেকেই জেলা তথা রাজ্য রাজনীতিতে বামফ্রন্টের দীর্ঘ বছরের শরিক দলের আগামী দিনে ভূমিকা কী হবে তাও স্পষ্ট

হয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে ডিএসপি বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করলেও এই বৃহত্তর ঐক্য কি সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এই দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেশিরভাগ নেতা। গত ১৯৮০ সালে জনতা পার্টি ছেড়ে এইচ এন বহুগুণা বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ডেমোক্র্যাটিক সোসালিস্ট পার্টি। মূলত অখণ্ড মেদিনীপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এই দল। বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভা আসনে লড়াই করেছে। গত ১৯৭১ থেকে ২০০১ অবধি এই আসন থেকে জয়ী হয়ে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পরিষদীয় ও আবগারি দফতর সামলেছেন প্রবোধ সিন্হা। এই সময়ের মাঝে ১৯৭২-৭৭ বিধায়ক ছিলেন না প্রবোধবাবু। ২০০৬ সালে এগরা বিধানসভা আসনে প্রবীণ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যখন তৃণমূলের কোনও নেতা লড়াই করতে রাজি হননি, তখন দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভা আসনে নিশ্চিত জয় উপেক্ষা করেই এগরায় তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করেছেন অপর প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শিশির অধিকারী। পরাজিত হন প্রবোধবাবু। পরে শিশির অধিকারী কাঁথি লোকসভা আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় ২০০৯ সালে এগরায় উপ নির্বাচনে সমরেশ দাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হার স্বীকার করতে হয় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ সিন্হাকে। তাই ২০১১ সালে এগরায় না লড়ে পিংলা আসনে লড়াই করে জয়ী হন প্রবোধবাবু। তবে ২০১৬ সালে এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন মহাপাত্রের কাছে হারের মুখ দেখতে হয়। হারতে হারতে রাজনৈতিক ময়দানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল ডিএসপি। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলেন প্রবীণ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। সাম্প্রতিক সময়ে বিহার বিধানসভায় লালু-নীতীশ কুমারের লড়াইকে ঘিরে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সমাজবাদী নেতা প্রবোধ চন্দ্র সিন্হা। আর জেলায় কিংবা রাজ্যের মধ্যে আটকে না থেকে এবার সর্বভারতীয় স্তরে উঠে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। অনেকটা অধুনা মুগবেড়িয়া বিধানসভা থেকে বিধায়ক হয়ে রাজ্যের বাম সরকারের মৎস্য দফতর সামলানো সমাজবাদী নেতা কিরন্ময় নন্দের আদলে। তবে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হতে পারে আন্দাজ করে বাম সরকারে থাকতে থাকতেই নিজের ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসালিস্ট পার্টিকে উত্তর প্রদেশের মুলায়ম সিং-এর সমাজবাদী দলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন কিরন্ময়। ফলে এখানে মন্ত্রিত্ব হারালেও এই কয়েক বছর উত্তর প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ থেকেছেন কিরন্ময় নন্দ। প্রবোধ ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বিজেপি'র দিকেই ঝুঁকতে চাইছে ডিএসপি। তবে সংখ্যালঘু ভোটের কথা মাথায় রেখে সরাসরি বিজেপি যোগ দিতে রাজি নয় দলের বেশিরভাগ নেতা। তাই নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আলোচনা চলছে। পাশাপাশি শরদ যাদবের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হয়েছে। লক্ষ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট সমাজবাদী দলগুলোকে এক ছাতার তলায় এনে একটা সর্বভারতীয় সমাজবাদী দল গঠন করা। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো কংগ্রেস, বিজেপি এমন কি এই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গেও জোট গঠন করে লড়াই। সূত্রের দাবি দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অনেকটাই জটিল। সেক্ষেত্রে জেডিইউতে যোগ দিয়ে আগামী ২০১৯ সালে বিজেপি'র শরিক দল হিসাব কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই করাই আপাতত লক্ষ্য প্রবোধ চন্দ্র সিন্হার। তাতে জয়ী হলে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মধুর শোধ নেওয়া যাবে। যদিও সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। না হলেও রাজনীতির ময়দানে ফিরে আসবে প্রাসঙ্গিকতা। তাই আপাতত নীতিকে সামনে রেখে ঘর গোছানোর প্রক্রিয়ায় লেগেছেন প্রবোধ চন্দ্র সিন্হা ও তার দল ডিএসপি।

এগরায় আয়োজিত হল সংসদ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা: এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও এগরা-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে যুব সংসদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। এদিন যুব সংসদ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এগরা-২ বিডিও রবীন্দ্রনাথ বারুই। উপস্থিত ছিলেন এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরতি মুন্দা, ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পার্থ সারথি দাস, জেলা পরিষদ সদস্য অনিল বর। এগরা কলেজের অধ্যাপক জয়দেব জানা, বাথুয়ারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামকুমার পন্ডা, ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দীপায়ন চক্রবর্তী, প্রমুখ। যুব সংসদ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এগরা-২ ব্লকের ৮টি হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এদিনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে দুবদা হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

খেজুরতলা এলাকায় অবস্থিত বৃন্দাবনচক যতীন্দ্র বিদ্যামন্দির নামক একটি নার্সারি স্কুল একটি গাছ একটি প্রাণ এই কথাকে মাথায় রেখে স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। এবং সেই সঙ্গে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের গাছের উপকারিতা কী, গাছকে বাঁচিয়ে রাখলে মানুষের কীভাবে লাভ হয় তা বোঝানো হয়।

ফের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ফের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। মৃতের নাম বিনোদ নায়েক (৫০)। বাড়ি হাওড়ায়। ঝাড়গ্রাম ও সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্রমশই বিপজ্জনকভাবে ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রামে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ মাসেই বিনোদবাবুকে নিয়ে ৪ জন। শুধু ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটিতে ২২ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ভর্তি আছেন। গত কয়েকদিন আগে ঝাড়খণ্ডে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানেই জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। প্রাথমিকভাবে ঝাড়খণ্ডেই চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যা ৬.১৫ নাগাদ আনকনসাস অবস্থায় আইসিসিইউতে ভর্তি করা হয়। আজ বিকেল ৪.৩০ নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর।

মারিশদা থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা,মারিশদা: চিকিৎসা করাতে এসে সাধারণ মানুষকে যাতে রক্তের জন্য সমস্যায় পড়তে না হয় এবং পুলিশের সঙ্গে এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে আরও বেশি করে জনসংযোগ গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমস্ত থানাকে রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ রূপায়ণে অন্যান্যদের মতো মারিশদা থানা উদ্যোগী হওয়ায় আমরা খুশি। সোমবার রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ বেজ, কাঁথি মহকুমা পুলিশ অফিসার পার্থ ঘোষ প্রমুখ। শিবিরে কয়েকজন মহিলা সহ ৪১ রক্তদান করেন বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিদ্যুৎ লাইন ছিঁড়ে মৃত্যু এক যুবক। ঘটনাটি ঘটছে খেঁজুরি চৌদ্দচুলি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত রাজু প্রামাণিক (২৪)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে পুকুরে মাছ ধরতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়। পরিবারের লোকেরা জনকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার কাঁথি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অতিরিক্ত পণের দাবিতে বাড়ছে অত্যাচারের ঘটনা

তমলুকে পিটিয়ে খুন আর রামনগরে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,তমলুক: বিয়ের পর অতিরিক্ত পণের দাবিতে স্ত্রীর উপরে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অত্যাচরের ঘটনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে। এর মধ্যে তমলুকের গৌরাঙ্গপুরে এক গৃহবধূ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যাওয়ার পর তার মৃতদেহ হাসপাতালে ফেলে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের গা ঢাকা দেওয়া এবং রামনগরে টোটো কেনার টাকা না পেয়ে স্ত্রীর মুখ আগুনে ঝলসিয়ে চিকিৎসা না করে দগ্ধ অবস্থায় বাড়ির মধ্যে আটকে রাখার ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এইরকম ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা বাড়াতে প্রশাসনকে লাগাতার প্রচারে নামার জন্য দাবি উঠেছে।

তমলুকের গৌরাঙ্গপুরে অতিরিক্ত পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে এক গৃহবধূর। মৃতার নাম তসলিমা বিবি। জানা গেছে, বিয়ের পর থেকেই এই মহিলার উপরে অত্যাচার চালাত তার স্বামী শেখ মিখাইল সহ শ্বশুর বাড়ির বাকি লোকেরা।

মারধরের জেরে রবিবার রাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এই মহিলা। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এই মহিলাকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয় হাসপাতালে। জানা গেছে, মৃত্যুর পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে মৃতা তসলিমা বিবির স্বামী শেখ মিখাইল সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি খুনের মামলা রজু করে তদন্তে নেমেছে তমলুক থানা। অপরদিকে রামনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, গত দশ বছর আগে বাড়প্রতিমা গ্রামের সুমিতা দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় বাঁধমুড়ি গ্রামের মদনমোহন খাটুয়ার। এদের ৮ বছরের ছেলে ও সাড়ে তিন বছরের একটা মেয়ে আছে। সুমিতা দেবীর ভাই বিশুদাস জানিয়েছেন, বিয়ের সময় জামাই ও তার পরিবার যত পরিমাণ দাবি করেছিল সব দেওয়া হয়। অভিযোগ করেছেন, মদ্যপ ও জুয়াড়ি জামাই মদনমোহন খাটুয়া জুয়ায় সব খুইয়ে ফেলে। তারপরে আরও পণের দাবিতে দিদি সুমিতা খাটুয়ার উপরে অত্যাচার শুরু করে মদনমোহন। বিশুবাবু আরও জানিয়েছেন, তার দিদির উপরে অত্যাচারে জামাইকে সাহায্য করত তার মা গৌরীবালা খাটুয়া ও ভাই মধুসূদন খাটুয়া। অভিযোগ, সম্প্রতি টোটো গাড়ি কেনার জন্য শ্বশুরের থেকে ১ লক্ষ টাকা আনতে স্ত্রী সুমিতাকে মারধর করে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয় মদনমোহন। জানা গেছে, সুমিতা দেবীকে তার বাপের বাড়ির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ টাকা না নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরতেই সুমিতা দেবীর উপরে অত্যাচার শুরু হয়। রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে সুমিতা দেবীর মুখে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় মদনমোহন। পরে নিজেই কাপড় চাপা দিয়ে আগুন নেভায়। ঘটনাটি যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য সুমিতা দেবীকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখে তার শ্বশুরবাড়ির বাকি সদস্যরা। পরে কোনওভাবে নিজে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন এই গৃহবধূ। প্রথমে রামনগর বড়রাঙ্কুয়া হাসপাতালে ও পরে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে এই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে তার বাপের বাড়ির লোকেরা। রামনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার ফর্ম জমা নেওয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা,নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের দশটি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতি বর্ষণে নন্দীগ্রামের বিস্তীর্ণ চাষের জমি জলের তলায়। ধান চারা সহ রোপণ করা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ৩১ জুলাই ২০১৭ এই ফসল বিমা যোজনার ফর্ম জমা নেওয়ার শেষ তারিখ হলেও আগামী দু'দিন ফর্ম জমা নেওয়া হবে বলে সেফরিস্ক ব্রোকার সংস্থার (নন্দীগ্রামে কর্মরত) পক্ষে জানানো হয়েছে। তাই নন্দীগ্রামের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিমা ফর্ম জমা নেওয়ার পাশাপাশি এই সংস্থা ব্লক কৃষি দফতরেও ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং এগ্রিকালচার ইনসিওরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের মিলিত উদ্যোগ ফসল বিমা যোজনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এগারোটি জেলার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও এই যোজনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই যোজনার উদ্দেশ্য যথাক্রমে যে কোনও অনভিপ্রেত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিপর্যয়ের মরশুমে কৃষকদের আয় স্থিতিশীল রাখা। কৃষি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণের জোগান রাখা, কৃষকদের প্রগতিশীল কৃষি প্রথা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

২০১৭ সরকারি অধিসূচনা অনুযায়ী

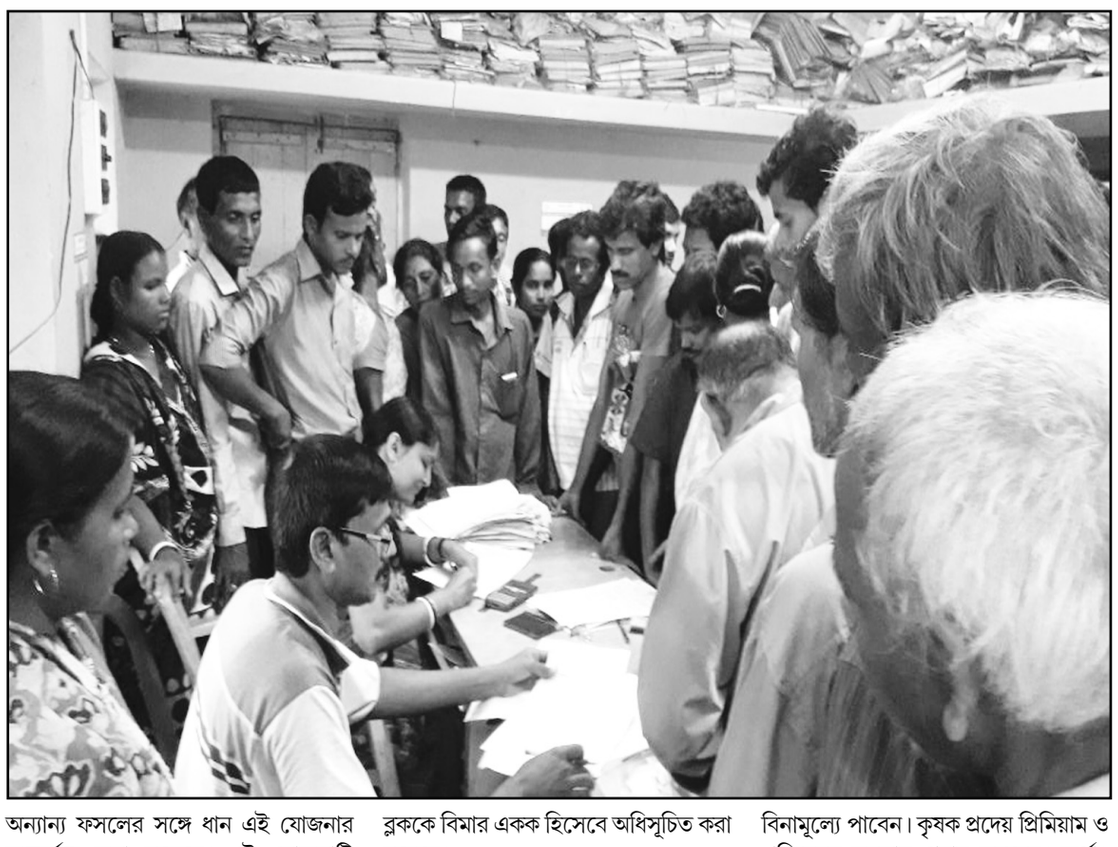

অন্যান্য ফসলের সঙ্গে ধান এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই যোজনাটি অঞ্চল ভিত্তিক হওয়ার কারণে ২০১৭ মরশুমে আমন ধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য অধিসূচিত ফসলের জন্য ব্লককে বিমার একক হিসেবে অধিসূচিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণির কৃষক বর্তমান মরশুমে এই যোজনাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাবেন। কৃষক প্রদেয় প্রিমিয়াম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদান করবেন। অর্থাৎ ১০০ শতাংশ প্রিমিয়াম ভর্তুকি এই যোজনায় পাওয়া যাবে বলে বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।